মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪২ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করেছে মেহেরপুর শহর বড়বাজার জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এই আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের সঞ্চালনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক অ্যাড.নজরুল ইসলাম, জেলা যুবদল নেতা ইসমাইল হোসেন, যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আজাদুল হক, সাবেক ছাত্রনেতা মিন্টু, ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় শহরের কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপির আয়োজনে শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহাফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরা।

সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ বলেন, সরকারের পদত্যাগ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ইভিএম, ব্যালট বুঝিনা। অনতিবিলম্বে সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ববধায়ক সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চায় আমরা।

এসময় বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরা আলোচনা সভা ও দোয়া মাহাফিল কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

মেহেরপুরে ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতা আটক/৬টি ককটেল উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ায় অভিযান চালিয়ে জেলা ছাত্রদল নেতা নাহিদ মাহবুব সানি (৩০) ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা তারেক হোসেন ওরফে কালুকে আটক করে পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে ৬ টি ককটেল উদ্ধার করেছে বলে দাবী পুলিশের।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শহরের শেখপাড়ার একটি পরিত্যক্ত চায়ের দোকানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে সদর থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ৪ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক শেখপাড়া এলাকার মোতালেব হোসেনের ছেলে মো: তারেক হোসেন ওরফে কালু ও শহরের বড়বাজার এলাকার মৃত সাইদ মাহবুব জামানের ছেলে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব

সানি।

পুলিশ জানায়, ঘটনার সময় শেখপাড়া পরিত্যাক্ত একটি চায়ের দোকানের সামনে বিএনপির ১০থেকে ১২ জন লোক নাশকতার উদ্দ্শে্যে সরকার বিরোধী মিটিং করছিল। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) কেএম রেজাউল করিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ককটেলগুলো ফেলে রেখে সবাই পালিয়ে গেলেও দুই জন আটক হন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, নাশকতার অভিযোগে সন্ত্রাস দমণ আইনে ৬ জন এজাহার নামীয় ও অজ্ঞাত ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে আটকদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন, মিথ্যা ও সাজানো মামলায় বিরোধীদের দমন পিড়নে ব্যস্ত পুলিশ। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েঅনতিবিলম্বে এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন তিনি।

মেহেরপুর বিএনপির রাজনৈতিক হালচাল

বিএনপির প্রথম এবং শেষ ভাবনা সরকারের পদত্যাগ, অবৈধ সংসদ বাতিল এবং জনগণের আকাংখা দল নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে জাতীয় নির্বাচন। মানুষের ভাত ও ভোটের রাজনীতি করছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। এমন কথা জানালেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন।

অপরদিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির অপর অংশের নেতা জেলা বিএনপির আলমগীর খান ছাতু বলেন, “মাসুদ অরুন, আমজাদ, আমজাদ ও মাসুদ অরুন” এই দু ব্যক্তিই মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিগত ত্রিশ বছর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ দখল করে আছেন। এই দুজনের বাইরে কখনো কেউ

পদে আসতে পারেনি। এছাড়া শেষ কমিটির বয়স ১০ বছর হলেও এখন পর্যন্ত এই কমিটি ◌্একটি পরিচিত সভাও করতে পারেনি। তাছাড়া আমরা সংস্কার পন্থিদের বাদ দিয়েই বিএনপির রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে চাই।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির রাজনীতি নিয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ নানা কথা তুলে ধরেছেন। বিএনপির বিভিন্ন স্তুরের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য নিয়েই আজকের আয়োজন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন, আমার সাথে জেলা বিএনপির সহসভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ আহম্মেদ, যুগ্ম সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি হুজাইফা ডিক্লার, জিয়া মঞ্চের জেলা আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম ও জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেনসহ ছাত্রদলের বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী তাদের সাথে রয়েছে বলে দাবী করেন তিনি।

বিএনপির পেশাজীবি সংগঠন “শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের’ ভারপ্রাপ্ত মহামসচিব ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য জাকির হোসেন বলেন, জেলা বিএনপির মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগীতা আছে। তবে, সংকটকালীন সময়ে বিএনপির সকল নেতাকর্মী এক সাথে কাজ করেন।

জেলা বিএনপির অফিস কেন্দ্রীক রাজনৈতিক কর্মসূটি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান ফ্যাসিষ্ট সরকারের আমলে কোনো কর্মসূচি পালনের জন্য অনুমতি নিতে গেলে তারা আমাদের অনুমতি দেয়না। বাধা দেয় সকল কর্মসূচিতে। তাই, আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। যেকোনো কর্মসূচিতে বাধা দেয়।

ভোটের আগে আপনাকে রাজনীতির মাঠে দেখা যায়, বাকী সময়গুলোতে আপনাকে পাওয়া যায়না প্রশ্নের জবাবে জাকির হোসেন বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে থাকার কারনে স্থানীয় রাজনীতিতে আমি সময় দিতে পারিনি। আমি বিএনপির কেন্দ্রীয় কোনো নেতা না হলেও বিএনপির পেশাজীবি সংগঠনের ব্যানারে সারা বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

জাকির হোসেন বলেন, গতানুগতিক রাজনীতির বাইরে আমার নিজস্ব কিছু দর্শন আছে। সেই দর্শনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের মানুষের জীবন মানের প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হবে। যা অতিতে কেউ এটা করে উঠতে পারেনি।

মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে বিএনপির অংশ বিএনপির মুল আদর্শের সাথে নেই। যেই কারণে, মেহেরপুর জেলা বিএনপি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জেলা বিএনপি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় যারা তৃণমুলের রাজনীতিতে আছেন তারা সব সময় একটা বেকায়দার মধ্যে থাকেন। বিএনপির সহযোগী সংগঠণ হিসেবে জিয়া মঞ্চের সাথে যারা রয়েছেন তারাও বিপদের মধ্যে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় নেতারা আসলে সব কর্মসূচি এক সাথে করতে হয়। তখন তাদের নির্দেশেই মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, জেলা বিএনপির কমিটিতে প্রায় ৩’শ নেতা কর্মী রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ৫/৬ জন লোক এক সাথে চলে। এটাকে বিএনপির বিভক্তি বলা যায়না। বিএনপি তৃণমুল নেতাকর্মীর দল। স্থানীয় কর্মীরাই তাদের নেতা ঠিক করেন। মাসুদ অরুনের নেতৃত্বাধীনে জেলার হাজার হাজার লোক এক সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। গুটি কয়েক লোক নেতৃত্ব দিচ্ছে, সাথে কিছু খুচরা লোকজন আছেন। আমরা তাদের সেভাবেই দেখিনা।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আসলে তাদের আমরা ডাকি। তখন তারা আমাদের সাথে এসে কর্মসূচি পালন করে থাকেন। আলাদা করে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার মত সক্ষমতাও তাদের নেই। তারা কোনো কর্মসূচিও পালন করে না। নিজেদের সক্ষমতা দেখাতেই ওয়ান ইলেভেনের পর থেকেই তারা গুটি কয়েক লোক এধরণের একটা পর্যায় সৃষ্টি করে রেখেছে। এটাকে বিএনপির মুল শক্তি পাত্তা দেইনা। বিএনপির জেলা কমিটির সাথে তৃণমুলের যেসব কমিটি রয়েছে সবাই এক সাথেই আন্দোলন সংগ্রামে আছে।

বিএনপি’র আগামী দিনের দাবী কি এমন প্রশ্নের জবাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেন, আমাদের এখন প্রথম ভাবনা সরকারের পদত্যাগ, অবৈধ সংসদ বাতিল এবং জনগণের আকাংখা জাতীয় দাবি দল নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে জাতীয় নির্বাচন।

তিনি বলেন, সরকারের আগ্রাসী দুর্নীতীর কারনে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই এই দুর্নীতি বন্ধ করতে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা অথবা, তাদের স্ব ইচ্ছায় পদত্যাগ করতে হবে। আগামি তিন মাসের মধ্যে এই অবৈধ সরকারের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে বলেও জোর দাবী জানান তিনি।

ঘরের মধ্যে বা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে রাজনৈতিক সমস্ত কর্মকান্ড

করা প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, আমরা শুধু অফিসের সামনেই নয়, অফিসের বাইরেও অনেক প্রোগ্রাম কর্মসূচি করেছি। বিশেষ করে কাথুলি মোড় ও বিভিন্ন গ্রামে বিগত দিনে ৪/৫টি মিটিং মিছিল করেছি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি সরকারি দল তাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা ঢাকতে প্রশাসনকে ব্যবহার করে শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক বরাদ্দ দেয়না।

মাসুদ অরুন বলেন, আমরা মনে করি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক। জনগণের ন্যায্য দাবী দাওয়া এবং সত্য উচ্চারণের পক্ষে এই প্রাঙ্গণ ব্যবহার করা সকলের অধিকার, এটা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস আগামি দিনে উপলব্ধি থেকে সরকারি দল এবং প্রশাসন এই পার্ক ব্যবহারে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেনা।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি ও স্থানীয় দাবি দাওয়া নিয়ে মেহেরপুরের বিএনপি প্রতিনিয়ত স্বোচ্চার। জনগণের কাঙ্খিত লক্ষ্য সামনে রেখে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকারসহ চাল, ডাল, তেল, চিনি বিদ্যুৎ, গ্যাসের লাগামহীন মুল্য বৃদ্ধির এবং একটি গণতান্ত্রিক রাস্ট্র নির্মাণের জন্যই আমরা লড়ে যাচ্ছি।

এ কারণে গত ১৫ বছরে আমাদের জেলায় ২৭ জন নেতা কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। শত শত বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, নির্যাতন ও বেআইনীভাবে গ্রেফতার হয়রানি ও কারা নির্যাতন করা হয়েছে। জনগণের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্ছিত করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির ১৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

গ্রেপ্তারকৃত সহকর্মীদের দেখতে গিয়ে আটক হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু। আজ শনিবার সকালে থানা প্রাঙ্গণ থেকে তাকে আটক করা হয় বলে দাবি করে স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

এছাড়াও ২০২২ সালের নাশকতা মামলায় আটক করা হয়েছে উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলামসহ এর বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আরো ১৬ নেতাকর্মীকে। এঘটনায় তিব্র নিন্দা জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন- জিল্লুর রহমান ওল্টু (৫৬), রফিকুল ইসলাম (৪২), উজ্জ্বল হোসেন (৩৫), আব্দুল আলিম (৩৬), রাজু (৩০), মোখলেস রহমান মিলন (৪৫), সাফায়েত হোসেন (৩৭), ইফতেখারুল ইসলাম (২৯), শফিকুল আজম (৩৭), জহুরুল ইসলাম বেনজির আহমেদ স্বপন (৪৫), নাসির উদ্দিন (৪৫), ওবায়দুর রহমান বেল্টু (৩৩), সাইফুর রহমান (৪৪), ইকতার (৪৫), দেলোয়ার হোসেন ঝন্টু (৪৩), আমিনুল ইসলাম
(৫৭) ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগে অত্র থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইকবাল হোসেন বাদি হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামীদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাশকতা সংশ্লিষ্ট মামলায় গতকাল শনিবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। এখন পর্যন্ত এই মামলায় ৩৩ জনের মত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুর ইসলাম।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে নাশকতা মামলা রয়েছে। রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

১০ দফা দাবি আদায়ে মেহেরপুরে

বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তিসহ ১০ দফা দাবি আদায়, গায়েবি মামলায় নির্বিচারে গ্রেফতার, মিথা মামলা ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেছে জেলা বিএনপি।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বি’এন’পির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক এমপি ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এ্যড. জয়নাল আবেদিন। বিশেষ বক্তা ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আলমগীর খান ছাতু, যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য জাকির হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ হাসান বিজনসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন, এদেশের জনগন এখন আর আওয়ামীলীগের সাথে নেই। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অধীনস্থ আদালত ও পুলিশ এখন আর মানেনা। মেহেরপুর হ সারা দেশ থেকে ঢাকা অভিমুখে পদযাত্রা করে সরকারের পতন ঘটানো হবে। ২০১৮ সালের মত নির্বাচন এ দেশে আর হবে না, জনগনই প্রতিহত করবে। আর তারেক রহমান রাজার বেশে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন,’জনগনের সংগ্রাম শুরু হয়েছে আজকের এই ১৯ তারিখে। লড়ায়ের মধ্য দিয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যে এই সরকারের পতন ঘটানো হবে।’

গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

নাশকতার মামলায় গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যুবদল নেতা জাহিদুল ইসলাম গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মছের উদ্দীন সর্দারের ছেলে।

বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) ইস্রাফিল সঙ্গীয় ফোর্সসহ আজ রবিবার দিবাগত রাতে বামন্দী বাজারে অভিযান চালিয়ে জাহিদকে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, সরকার বিরোধী নাশকতার পরিকল্পনা মামলায় জাহিদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে গাংনী উপজেলা যুবদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিনা উস্কানিতে মিথ্যা মামলায় যুবদলের এই নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত যুবদল নেতা জাহিদুলকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সেলিম আহমেদের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার (৯ এপ্রিল) গাংনী উপজেলার কাজিপুর কাচারি ফুটবল মাঠে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদের সভাপতিত্বে জেলা বিএনপি’র সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লা, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হক, গাংনী পৌর ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক রেজানুল হক ইমন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি শাহাবুদ্দিন, কাজিপুর যুবদলের আহ্বায়ক আজমাইন হোসেন, সদস্য সচিব হাসিবুর রহমান বকুলসহ জেলা, উপজেলা, পৌর, ও ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত প্রায় তিন হাজার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্র ঘোষিত গাংনী উপজেলা বিএনপির পৃথকভাবে অবস্থান কর্মসূচি পালন

১০ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপি অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। গতকাল শনিবার সকাল ৯:৩০ টার দিকে উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি রেজাউল হক এর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র-সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা যুবদল নেতা আব্দুল হকের সঞ্চালনায়- সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, মনিরুজ্জামান গাড্ডু, ইনসারুল হক ইন্সু, সিরাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো,

বিএনপি নেতা আখেরুজ্জামান, কাওসার আলী।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলাদলের সাধারণ সম্পাদিকা লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম,ছাত্রদল নেতা নাজমুল হোসেন,গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাহিদুল ইসলাম, সদস্য সচিব এনামুল হক, গাংনী পৌর সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এনামুল হক, সদস্য সচিব জামাল উদ্দীন, সাবেক ছাত্রদল নেতা সাহিবুল ইসলাম,উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সদস্য সচিব রিপন হোসেন, গাংনী পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক জুয়েল রানা, সদস্য সচিব শিশির আহমেদ শাকিল, উপজেলা জাসাস সভাপতি সেলিম হোসেন, সম্পাদক সালেহ আহমেদ, পৌর জাসাস সভাপতি সোহরাব হোসেন,সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী প্রমুখ।এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন,বর্তমান সরকার এতোই দুর্নীতি করেছে। যা জনগণের কাছে আজ ভোট যাওয়ার অধিকার রাখেনা। বর্তমান সরকারের পায়ের তলে মাটি নেই। এ সরকারকে সরাতে আগামীতে কঠোর আন্দোলন করা হবে।

অপরপক্ষে মাত্র ২০ থেকে ৩০ গজ দূরে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে অপর একটি পক্ষ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। গতকাল শনিবার সকাল সাড় ৯টার দিকে শুরু হয়ে সকল ১১ টা পর্যন্ত কর্মসূচি পালন করে।

এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ। কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ,স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা শহিদুল ইসলাম।

এসময় বক্তব্য রাখেন সাবেক জেলা বিএনপির অন্যতম নেতা আব্দুস সালাম,সাবেক ছাত্রনেতা জাহিদুল ইসলাম রাজু,বিএনপি নেতা আব্দুর রাজ্জাক,মিজানুর রহমান,জাসাস নেতা লিপ্টন প্রমুখ।এসময় বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন,সকল খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে। এবং এই জালেম সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। যদি এই সরকার পদত্যাগ না করে তাহলে, আগামীতে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির ইফতার মাহফিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত

বিএপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল বলেছেন, বর্তমান সরকার খালেদা জিয়াকে ভয় পায়। তাই তাকে কারাবন্দি করে রেখেছে। এই সরকারের আমলে কোন সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নই। তাই তিনি নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে নির্বাচনের দাবি করেন।

গতকাল শনিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় ঘোষিত ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে উপজেলা বিএনপি দলিও কার্যালয়ে সামনে অবস্থান কর্মসূচীতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, এই সরকার জনগণের সাথে না পেরে পুলিশকে দিয়ে বিএনপি নেতা কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করাচ্ছে। অবস্থান কর্মসূচি বানচাল করার জন্য বিএনপি নেতা কর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশির নামে হয়রানি করছে। রাজপথে নামতে বাধা দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি তিব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সাধারন মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষে আমরা রাজ পথে থাকবো হামলা মামলা দিয়ে আমাদের দাবিয়ে রাখা যাবেনা। উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলীর সঞ্চালন।

অবস্থান কর্মসূচীতে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আবু বকর বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন সাবেক পৌর সভার মেয়র ও পৌর বিএনপির সভাপতি এস কে এম সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, জেলা বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ মোস্তফা সাইদ, জেলা বিএনপির শিশু বিষয়ক সম্পাদক ফারুকুল আলম শেখা, জেলা বিএনপির শিল্প ও

বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর সবুর খান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন আর রশিদ, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠানিক সম্পাদক সাইদুর রহমান, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, সদস্য সচিব সেলিম রেজা মধু, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, পৌর কৃষক দলে আহ্বায়ক ফিরোজ উদ্দিন মানিক, উপজেলা ছাত্র দলের আহ্বায়ক নাছির উদ্দীন লিয়ন, সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা,পৌর ছাত্র দলের আহ্বায়ক সাজিদ আহমদ নিশু, পৌর ছাত্র দলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি প্রমুখ। সে সময় উপজেলা বিএনপি,পৌর বিএনপি, যুবদল, ছাত্র দল, সেচ্ছাসেবক দল, শ্রমিক দল, কৃষক দল সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা- কর্মী উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি শেষে ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।